The Bangladesh Monitor - A Premier Travel Publication

মালদ্বীপে প্রবাসীদের জন্য কঠোর নির্দেশনা: সতর্ক করলো বাংলাদেশ দূতাবাস

- A Monitor Desk Report Date: 25 September, 2025

ঢাকাঃ মালদ্বীপে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য কঠোর আইন ও বিধিনিষেধ জারি করেছে সেদেশের সরকার। এই নির্দেশনা লঙ্ঘন করলে সর্বোচ্চ ২৫ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা ১০ বছরের জন্য দেশ থেকে বিতাড়নের (ডিপোর্ট) শাস্তির বিধান রয়েছে।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) মালদ্বীপে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রবাসীদের এসব বিষয়ে সতর্ক করেছে।

দূতাবাস জানায়, মালদ্বীপে ফ্রি ভিসার কোনো ব্যবস্থা নেই। নির্দিষ্ট কোম্পানির নামে ভিসা পাওয়া কর্মীদের সেই কোম্পানির অধীনেই কাজ করতে হবে। অন্যত্র কাজ করা বা তথাকথিত ‘ফ্রি ভিসায়’ কাজ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নিয়ম ভঙ্গ করলে সর্বোচ্চ ১০ বছরের জন্য ডিপোর্ট করা হবে।

এছাড়া কোনো প্রবাসী কর্মী ব্যবসা-বাণিজ্য বা আর্থিক লেনদেনে জড়িত হলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। একইভাবে ভ্রমণ ভিসায় মালদ্বীপে অবস্থানকালীন চাকরি বা ব্যবসায় সম্পৃক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণ হলে জরিমানা ও কারাদণ্ডের বিধান প্রযোজ্য।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মালদ্বীপে কর্মসংস্থানের জন্য নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় ১ লাখ ১৫ হাজার ৭৮০ টাকা। এ ছাড়া কোনো অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের প্রয়োজন নেই। দূতাবাস মানবপাচারের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবার্তা দিয়ে জানায়, এ অপরাধে দোষী প্রমাণিত হলে সর্বনিম্ন ১০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

মালদ্বীপ সরকার মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে। ইয়াবা, গাঁজা, হেরোইনসহ যেকোনো মাদক বহন করলে সর্বোচ্চ ২৫ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। এমনকি ব্যক্তিগত ঔষধ বহনের ক্ষেত্রেও নিবন্ধিত চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন আবশ্যক।

সিগারেট ও বিড়ি আমদানি নিষিদ্ধ। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে বড় অঙ্কের জরিমানা গুনতে হবে। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে রান্না করা খাবার

বহন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

দূতাবাস জানায়, বিক্রির উদ্দেশ্যে গার্মেন্টস, পলিব্যাগ বা এ ধরনের সামগ্রী বহন করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বিজ্ঞপ্তিতে প্রবাসী কর্মীদের উদ্দেশে বলা হয়েছে“মালদ্বীপের আইন কঠোর। নিয়ম না মানলে শুধু কর্মসংস্থান নয়, ব্যক্তিগত জীবনও সংকটে পড়তে পারে। তাই প্রতিটি প্রবাসীকে আইন মেনে চলতে হবে।”

-B